বঙ্গ রঙ্গ ব্যঙ্গ

কার্টুন : মিটু

যানজট ভজকট

● ইকবাল খন্দকার

যানজট নিয়ে যে যত নেগেটিভ কথাই বলুক না কেন, আমার এক দুলাভাই যানজটের ব্যাপারে বরাবরই পজিটিভ। তিনি যানজটের ব্যাপারে সবসময়ই যে পজিটিভ কথাগুলো বলেন, সেগুলোর মধ্যে অতি কমন একটি কথা হচ্ছে– যানজট যত বাড়বে, আমাদের উচ্চতা ততই বাড়বে। আমাদেরকে 'লম্বা হউন' বিজ্ঞাপন দেখে ছুটতে হবে না। এই বিজ্ঞাপনদাতাদের পেছনে টাকা খরচা করতে হবে না। তার কথা প্রথম যে শোনে সে-ই অবাক হয়– যানজট বাড়লে উচ্চতাও বাড়বে, এটা কীভাবে সম্ভব?

এই প্রশ্নের জবাবে দুলাভাই সহাস্যে বলেন– অধিকাংশ মানুষ লম্বা হওয়ার জন্য কী করে? রিংয়ে ঝোলে। রিংয়ে আর কতক্ষণইবা ঝোলে। বিশ মিনিট, আধ ঘণ্টা। অথচ যানজটে পড়ে আমাদেরকে পাবলিক বাসের রডে ঝুলে থাকতে হয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা। বিশ মিনিট রিংয়ে ঝুলে যদি ইঞ্চিখানেক লম্বা হওয়া যায় তাহলে রোজ কয়েক ঘণ্টা রডে ঝুললে নিশ্চয়ই ফুটখানেক লম্বা হওয়া যাবে! আর এই গতিতে লম্বা হতে থাকলে দেশে আর বামন থাকবে? সবই যানজটের কারিশমা। যারা দেশের কর্তাব্যক্তি অর্থাৎ যারা যানজট নিয়ে গবেষণা করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পায়ের মোজা ভিজিয়ে ফেলেন, তারাও বোধহয় আমার দুলাভাইয়ের মতো যানজটকে পজিটিভ দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখছেন। যদি তা-ই না হবে, তাহলে যানজট নিরসনের জন্য কেন তারা কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছেন না? আবার যে ব্যবস্থাগুলো নিচ্ছেন, সেগুলো নিয়ে সমালোচনার শেষ নেই।

ফ্লাইওভারের কথাই ধরা যাক। নিন্দুকরা বলছে বেশিরভাগ ফ্লাইওভারই নাকি হচ্ছে অপরিকল্পিতভাবে, যা ভবিষ্যতে যান চলাচলে আরো বেশি বিঘ্ন ঘটাবে। তাহলে কার স্বার্থে এইসব ফ্লাইওভার? আমার এক বন্ধু বলে–ফ্লাইওভার বানানো হচ্ছে রাজনৈতিক নেতাদের জন্যে। ফুটওভারব্রিজে তারা ছোট ছোট ব্যানার টানিয়ে আরাম পাচ্ছেন না। বড় ব্যানার টানানোর জন্য তাদের বড় জায়গার দরকার। এদিক থেকে ফ্লাইওভার ব্রিজটা হচ্ছে বড় ব্যানার টানানোর জন্যে মোক্ষম একটা জায়গা। আমার এক বন্ধু হুমায়ূন আহমেদের হিমু ক্যারেক্টারের খুবই ভক্ত। সে সুযোগ পেলেই হিমু প্রসঙ্গ টেনে নিয়ে আসে। সেদিন যখন যানজট নিয়ে কথা হচ্ছিল, ফট করে সে বলে বসল–যানজট যত বাড়বে, দেশে হিমুর সংখ্যাও তত বাড়তে থাকবে। তার কথার আগামাথা বুঝতে না পেরে ব্যাখ্যা চাইলাম। সে ব্যাখ্যা করল–হিমু মাঝে মধ্যেই রাস্তাঘাটে ঘুমাত। জ্যামে পড়ে আমরাও গাড়িতে বসে রাস্তাঘাটে ঘুমাই। জ্যাম বাড়লে আমাদের ঘুমের ডিউরেশনও বাড়বে। এভাবে ধীরে ধীরে আমরা হিমুতে রূপান্তরিত হয়ে যাব না? সেদিন এলাকার এক মুরব্বিকে কথা প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম–জ্যাম থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় কী? মুরব্বি বললেন–জীবনে অনেক বড় হতে হবে। যদি অনেক বড় হতে পার, তাহলেই কেবল তুমি জ্যাম থেকে রক্ষা পেতে পার।

মুরব্বির কথা শুনে মুখটা বড়সড় হাঁ হয়ে গেল। মুরব্বি আমার হাঁ-এর সাইজ দেখে তার কথার রহস্যের মোড়ক উন্মোচন করলেন–জ্যাম থেকে রক্ষা পেতে হলে জীবনে তোমাকে এতটাই বড় হতে হবে যে, একদম প্রধানমন্ত্রী বা প্রেসিডেন্ট হয়ে যেতে হবে। কারণ প্রধানমন্ত্রী এবং প্রেসিডেন্টরা কখনই জ্যামে পড়েন না। তাদের জন্যে আগেই রাস্তা ক্লিয়ার হয়ে যায়। ■

নামে আছে কাজে নেই

'এই জিনিসটার নাম অ্যালবাম হলেও এটা আপনাকে কখনো গান শোনাবে না।'

'এই জিনিসটার নাম স্পিকার হলেও এটা কখনো সংসদ অধিবেশন করে না।'

জেনে রাখা ভালো

● জেনে রাখা ভালো, 'চুলচেরা' হিসাব করতে হলে মাথা ভর্তি চুল থাকতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। যে জন্মের টাকলু অর্থাৎ যার মাথায় একটা চুলও নেই, সেও তালে চুলচেরা হিসাব করতে পারে।

● জেনে রাখা ভালো, 'কনকনে' শব্দটার সঙ্গে যেমন কনে'র কোনো সম্পর্ক নেই, ঠিক তেমনি 'বরবাদ' শব্দটার সঙ্গে বরের কোনোই সম্পর্ক নেই। এমনকি 'বর্বর' মানে বর বর মানে দুইজন বর নয়।

● জেনে রাখা ভালো, দোতলা বলতে দ্বিতীয়তলাকে বোঝানো হলেও দোকান বলতে কিন্তু দ্বিতীয় 'কান'কে বোঝানো হয় না। যদি তা-ই হতো, তাহলে দুই কানওয়ালা সবাইকে বলা হতো 'দোকানী'।